মহানবীর অবমাননা: ওরা যা করেছে আমরা যা করব
[বাংলা – Bengali – بنغالي[

আলী হাসান তৈয়ব

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2012 - 1433

الإساءة للرسول الكريم
ما فعلوا بنبينا وما نفعل به
« باللغة البنغالية »

علي حسن طيب

مراجعة: د. أبو بكر محمد زكريا

1433 - 2012
IslamHouse.com

মহানবীর অবমাননা: ওরা যা করেছে আমরা যা করব

ঘটনার সূত্রপাত: সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, বিশ্বশান্তি ও মানবতার মুক্তিদূত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার ও তাঁর প্রচারিত শান্তির ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার ও বিদ্বেষমূলক চলচ্চিত্র নির্মাণকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি সারা মুসলিম বিশ্বে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে। প্রতিটি মুসলিমের অন্তরে বইছে ক্রোধের আগুন। ইন্টারনেটে ওই চলচ্চিত্রের দৃশ্য ছড়িয়ে পড়ার পর ইতিমধ্যে কমপক্ষে ২০টি দেশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। এসব বিক্ষোভের সময় সহিংসতার ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৩৫ জনের বেশি প্রাণ হারিয়েছে। [প্রথম আলো, ১৯ সেপ্টম্বর ২০১২ সংখ্যা]
পশ্চিমাদের অব্যাহত দ্বৈতনীতি ও বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে কেবল মুসলিমরাই নন, বিবেকবান প্রতিটি মানুষই সোচ্চার ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। নিউইয়র্কে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন বলেছেন, বিশ্বজুড়ে সহিংসতা উসকে দেওয়া ইসলামবিরোধী চলচ্চিত্র ইনোসেন্স অব মুসলিমস-এর নির্মাণকারীরা মত প্রকাশের স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছেন। চলচ্চিত্রটি অসম্মানজনক ও লজ্জার।

3

ইন্টানেট ব্লগগুলোয় দেখলাম, অনেক নাস্তিকও এ কাজের নিন্দা জানিয়েছেন। সিনেমার প্রযোজক পরিচালক: সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা যায়, ইয়াহূদী বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক স্যাম বাসিল এ ফিল্ম তৈরি করেন। এটি তার ছদ্মনাম। তার মূল নাম নাকুলা বাসিলে নাকুলা (Nakoula Basseley Nakoula)। বয়স পঞ্চান্ন ছুঁইছুঁই। লন্ডনের বিখ্যাত ডেইলি মেট্রো জানিয়েছে, এই বাসেলি মূলত মিশরীয় বংশোদ্ভূত কপটিক খ্রিস্টান। বাসেলির শিক্ষাগত যোগ্যতার খবরও কেউ দিতে পারে নি। এর আগে ২০১০ ইংরেজি সালে ব্যাংক জালিয়াতির কারণে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার আদালতে তার ২১ মাসের জেল হয়েছিল। এই রকম এক ভয়ংকর প্রতারক মুসলিম ধর্মের ওপর আঘাত করে এমন একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের সাহস পেল কোথায় সেটাই এখন ভাবার বিষয়।
আমেরিকায় বসবাসরত ১০০ জন ইয়াহূদী ব্যবসায়ীর অর্থানুকূল্যে ৫০ লাখ ডলার ব্যয়ে নির্মাণ করেন ‘ইনোসেন্স অব মুসলিমস’ (Innocence of Muslims) নামে রহস্যপূর্ণ এ চলচ্চিত্র। সিনেমাটির কিছু অংশ ইন্টারনেটে প্রকাশের পর বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের ক্ষুব্ধ প্রতিবাদের দ্বিতীয়দিন আমেরিকার শীর্ষ চলচ্চিত্র নির্মাতাগণ বিবৃত দিয়ে বলেন, এ সম্পর্কে বা এর পরিচালক সম্পর্কে কিছুই তারা জানেন

না। মার্কিন ফিল্ম মেকাররা এর দায় নেবেন না।
সিনেমায় কী ছিল দেখানো হয়েছে: মাত্র ১০ মিনিটের যে অংশ ইন্টারনেটে ছাড়া হয়েছে তা দেখে কোনো মুসলিমের রক্ত ঠান্ডা থাকার কথা নয়। সিনেমাটিতে রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
ব্যক্তিগত চরিত্রে কালিমা লেপনের চেষ্টা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নারী লিপ্সু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। একসঙ্গে একাধিক নারীর শয্যাগ্রহণকারী হিসেবেও দেখানো হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। স্ত্রীদের কর্তৃক
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম জুতাপেটা করার দৃশ্যও সংযোজন করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অমুসলিম নিধনকারী হিসেবেও উপস্থাপন করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনও দাড়ি বিহীন সন্ত্রাসী হিসেবে আবার কখনো জুব্বা গায়ে ভণ্ড চরিত্রে উপস্থান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
একান্ত সাহাবী আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, উমরা রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ অন্যান্য সাহাবীদের চরমভাবে অপমান করা হয়েছে। উম্মাহাতুন মুমিনীন তথা নবীর স্ত্রীদেরও

উপস্থাপন করা হয়েছে বেপর্দা ও নগ্নভাবে। [নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক]
প্রতারক বাসেলি: কুলাঙ্গার বাসেলি শুধু কোটি কোটি মুসলিমের হৃদয়ে আঘাত দেয়ার অপরাধই করে নি। তার সহকর্মীদের সঙ্গে যথারীতি অমার্জনীয় প্রতারণাও করেছেন। ওই চলচ্চিত্রে নায়িকা চরিত্রে অভিনয়কারী আন্না গোর্জি বলেন, ‘আমরা প্রতারিত। আমাদের কস্মিনকালেও জানানো হয় নি এ বদ মতলবের কথা। পরিচালক নিকোলা আমাদের ব্ল্যাকমেইল করেছেন।’ একুশ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী আরও বলেন, ‘জর্জির (সিনেমায় মহানবীর চরিত্র অভিনয়কারী নায়ক) বিপরীতে তরুণী বধূ হিসেবে অভিনয়ের সময় আমি মোটেও জানতাম না আমাকে ইসলামের মহানবীর স্ত্রী (আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা)র ভূমিকায় রাখা হয়েছে। আমি আজ তিনদিন যাবত ঘুমোতে পারছি না। আমার চোখ থেকে কেবল অশ্রু ঝরছে। আমি কখনোই আমার দর্শকদের মনে আঘাত দিতে চাই না। মধ্যপ্রাচ্যের দর্শকরা আমাকে এর জন্য অভিশাপ দেবেন, আমার মুণ্ডুপাত করবেন, এ আমি কখনো চাইনি।’ [ডেইলি মেইল থেকে অনূদিত আরবি সূত্রে প্রাপ্ত]
এদিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবমাননা করে নির্মিত কুখ্যাত চলচ্চিত্রটি গুগলের ভিডিও শেয়ারিং সাইট ইউটিউব থেকে বাদ দেয়ার জন্য আদালতের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন খোদ ছবির আরেক অভিনেত্রী সিনডি লি গার্সিয়া।
6

‘সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী’ অভিধায় ভূষিত করেছেন খোদ নিখিল সৃষ্টির নিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। [আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রিয় রাসূল সম্পর্কে সার্টিফিকেট দিয়ে বলেন,

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ ٤ فَسَتُبۡصِرُ وَيُبۡصِرُونَ ٥ بِأَييِّكُمُ ٱلۡمَفۡتُونُ ٦ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ٧ ﴾ [القلم: ٤، ٧]

‘আর নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত। অতঃপর শীঘ্রই আপনি দেখতে পাবেন এবং তারাও দেখতে পাবে - তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত? নিশ্চয় আপনার রবই সম্যক পরিজ্ঞাত তাদের ব্যাপারে যারা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, আর তিনি হিদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত’। {সূরা আল-কলম, আয়াত : ৪-৭}]

যে মানুষটির জীবনেতিহাস ও মানবজাতির প্রতি তাঁর অপরিসীম অবদানের আলেখ্য পড়ে ভক্তিগদগদ হয়ে ওঠেন আধুনিক বিশ্বের নিরপেক্ষ অসংখ্য মনীষী, আমেরিকারই নাগরিক মাইকেল এইচ হার্ট তাঁর সারা জাগানো বই ‘দ্যা হানড্রেড’ এ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহামানব হিসেবে এক নাম্বারে রেখেছেন। ইউলিয়াম ম্যুর থেকে নিয়ে অসংখ্য পণ্ডিত ও মনীষী তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হিসেবে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেই মানুষকে নিয়ে যখন ব্যঙ্গ কার্টুন আঁকা হয়, সিনেমা বানিয়ে তাঁর চরিত্রে ইচ্ছে মত কালিমা লেপন

৪

করা হয়, তখন শুধু সারাবিশ্বের ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ’ পাঠকারীদের অন্তরই নয়, বিবেকবান প্রতিটি মানুষের হৃদয়ই কেঁদে ওঠে। মুহাম্মদ নামের এই নিরক্ষর মহাজ্ঞানী ব্যক্তিটি শুধু অসংখ্য মানুষের নবীই নন, তিনি সবার ভালোবাসার বাতিঘর। তাঁকে সবচে বেশি ভালোবাসা ঈমানের অপরিহার্য অংশ। যেমন, আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَـدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

‘তোমাদের কেউ সে অবধি মুমিন হতে পারবে না, যাবৎ আমি তার কাছে প্রিয়তর হই তার পিতা ও সন্তান থেকে এবং সকল মানুষ থেকে।’ [বুখারী : ১৫; মুসলিম : ৪৪]

পশ্চিমাদের দ্বিমুখী নীতি : পশ্চিমাদের বিবেক-বিবেচনা দেখে তখনই দুঃখটা জাগে যখন দেখি তারা চিন্তা-বাকস্বাধীনতার শ্লোগান দিতে দিতেই আইন করে হিজাব পরা নিষিদ্ধ করে। যখন তারা কেবল নিজেদের ভোগ-বিলাসের অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে রাজনীতির বলী বানায় অসংখ্য নিরীহ বনি আদমকে। যে নারী ও শিশু অধিকার নিয়ে তারা বিশ্বজুড়ে শোরগোল করে অবলীলায় তাদেরই মিসাইল আর বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে নির্দয়ভাবে। পক্ষান্তরে কোটি কোটি মানুষের ভালোবাসায় আঘাত করে যে কুলাঙ্গার সিনেমা বানায় তাকে বিচারের

9

তারা একে অপরকে অপমান করতেও আর দ্বিধা করছে না।’
মাহাথির মুহাম্মদ আরও বলেন, ‘মানুষ যদি একে অপরকে অবজ্ঞা ও অপমান করতে থাকে তাহলে কি ধরনের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে? রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তি কোথাও কোন শান্তি থাকবে না।’ তিনি উল্লেখ করেন, ‘মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অবশ্যই থাকবে। কিন্তু অপমান করার অধিকার কারও নেই।’
মাহাথির মুহাম্মদ জোর দিয়ে বলেন, অন্য জাতির ধর্ম ও মূল্যবোধকে আঘাত করা হলে বিশ্ব থেকে শান্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝেও ঘৃণা ও সংঘাত বেড়ে যাবে। [দৈনিক সংবাদ ২২/৯/২০১২ সংখ্যা] বিশ্ব মানবতার প্রতি শান্তির ধর্ম ইসলাম ও মহানবীর অবিস্মরণীয় অবদান: যে ধর্মের নাম থেকে নিয়ে কর্ম ও চিন্তার প্রতিটি পর্যায়ে লক্ষ্যণীয় ‘শান্তিশব্দে’র সক্রিয় উপস্থিতি, যে ধর্ম শুধু তার অনুসারীদেরই নয়, বিধর্মীদেরও দেয় নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার ও মর্যাদা। সে ধর্মকে জোর করে উগ্র বানাবার উন্মাদ প্রচেষ্টা বড়ই হাস্যকর। বলতে দ্বিধা নেই আজ বিশ্ব সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে যে মৌলিক চেতনাগুলোর ওপর, তার অধিকাংশের চারা রোপন করেছে এই ইসলাম। এত অত্যাচার অপপ্রচারেও যে ধর্মের অনুসারীদের দমিয়ে রাখা যাচ্ছে না, বিশ্বের সব মতবাদ আর ইজমের কাছে হতাশ হয়ে যে ধর্মের শান্তির শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছেন

পাশ্চাত্যের সর্বোচ্চ শিক্ষিত ও সভ্য মানুষগুলো, সে ইসলামের ওপর কেন এত রাগ আর এত বদনাম গাওয়া তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

পাশ্চাত্যের জানা উচিত, আল্লাহর ওহী প্রাপ্তির মাধ্যমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বমানবতাকে মানুষের দাসত্ব থেকে একমাত্র শরীকবিহীন আল্লাহর ইবাদতের পথ দেখিয়েছেন। এর ফলে আল্লাহ বৈ সব কিছুর দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে মানুষ। তিনি বিশ্বমানবতাকে সকল কল্পকথা ও কুসংস্কার এবং সব রকমের মিথ্যা ও প্রতারণার সামনে শির না নোয়াবার শিক্ষা দিয়েছেন। অক্ষম প্রতিমা ও অলীক প্রভুদের বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করেছেন। মুক্ত করেছেন অসুস্থ চিন্তাধারা থেকে। বিশ্ব মানবতার চেতনায় ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার চারা রোপন করেছেন। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن
يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ
بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦ ﴾
[البقرة: ٢٥٦]

‘দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর

13

আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ’। {সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৬}
জীবদ্দশায় তিনি নিজেও দ্ব্যর্থহীনভাবে মুসলিমের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসকারী অমুসলিমদের সকল অধিকার নিশ্চিত করেছেন। ধর্ম-বর্ণ-বংশ নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর শিক্ষার মধ্যে বরং এমন উপাদানেরও অভাব নেই যা পক্ষী ও প্রাণীকুলের প্রতি মায়া-মমতা ও কোমলতা দেখাতেও গুরুত্ব দেয়। নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এদের অকারণে কষ্ট প্রদান কিংবা এদের প্রতি বিরূপ আচরণকে।
তিনি তাঁর অগ্রবর্তী সকল নবীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের এক উজ্জ্বল চিত্র উপস্থাপন করেছেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন নবী ইবরাহীম, মুসা ও ঈসা (ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের নবী) প্রমুখ। ছোট-বড়, নারী- পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষের অধিকার নিশ্চিত করেছেন। প্রস্থানের তিন মাস আগে বিদায় হজে প্রদত্ত তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি মানুষের রক্ত, সম্পদ ও সম্মানে আঘাত হানাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি মানুষের সহজাত প্রকৃতিবান্ধব এক দীন নিয়ে আবির্ভূত হন যা আত্মিক খোরাক ও দৈহিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখে। পার্থিব কাজ ও আখিরাতের আমলের মধ্যে ভারসাম্য বিধান করে। মানুষের সহজাত বাসনা ও ঝোঁককে করে

14

আসতে হবে। জীবনের প্রতিটি পর্বে ইসলামের সুমহান আদর্শ ও কুরআন-সুন্নাহকে বাস্তব অনুশীলন ও প্রয়োগ করে দেখাতে হবে।
শেষ কথা: নৈতিক অধঃপাতে নিপতিত মানবজাতি যখন মহানবীর কালজয়ী আদর্শকে যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় ভাবছে তেমনই মুহূর্তে তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ চিত্র কিংবা অবমাননাকর সিনেমা নির্মাণ কেবল পাশ্চাত্যের দেউলিয়াপনাকেই নয়; তাদের কূটমানসিকতা ও ইসলাম বিদ্বেষকেও সপ্রমাণ করছে। আল্লাহর কাছে আমাদের সবিনয় প্রার্থনা, আয় মাবুদ, তোমার হাবিবের প্রতি বেয়াদবিকারীদের হেদায়াত দাও, নয়তো সমূলে ধ্বংস কর। আর আমাদের অক্ষমতা ও অযোগ্যতাকে ক্ষমা কর।